

পারা  
২০

﴿٦٠﴾ أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

৬০। আম্মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অন্ আর্দ্বোয়া অআন্থালা লাকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি মা — আন্  
(৬০) না কি যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ মণ্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষন করলেন?

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ

ফাআম্বাত্না-বিহী হাদা — য়িক্বা যা-তা বাহ্জ্বাতিন্ মা-কা-না লাকুম্ আন্ তুম্বিত্ব শাজ্বারহা-; আ ইলা-হুম্  
তাতে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি; গাছ উৎপাদনের শক্তি তোমাদের নেই। অন্য কোন ইলাহ কি আছে? আল্লাহর সঙ্গে

مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ هُمْ قَوًّا يَعِدُ لَوْ أَنَّ مِنَ الْجِبَالِ قُرَارًا وَجَعَلَ خَلْمًا

মা'আল্লা-হ্; বাল্ হুম্ ক্বওম্বুই ইয়া'দিলূন্। ৬১। আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আর্দ্বোয়া ক্বরা-রা'ও অজ্বা'আলা-খিলা-লাহা ~  
বরং তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (৬১) না কি যিনি এ জগতকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করলেন, এবং তার মাঝে মাঝে

أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ

আন্থা-রা'ও অজ্বা'আলা লাহা- রওয়া-সিয়া অজ্বা'আলা বাইনাল্ বাহরাইনি হা-জ্বিয়া-আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; বাল্  
দিলেন নদী; রাখলেন পর্বত মালা ও দুই নদীতে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে?

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَمْنَ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ السُّوءَ وَ

আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৬২। আম্মাই ইয়ুজ্বীবুল মুদ্বত্বোয়ারর ইয়া-দা'আ-হ্ অ ইয়াক্শিফুস্ সূ — যা অ  
বরং তাদের অনেকই জানে না (৬২) না কি যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ মুক্ত করেন, তোমাদেরকে তিনি এ দুনিয়ার

يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ أَمْنَ يَهْدِيكُمْ

ইয়াজ্বু'আলুকুম্ খুলাফা — যাল্ আর্দ্ব; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; ক্বলীলাম্ মা-তায়াক্করূন্। ৬৩। আম্মাই ইয়াহ্দীকুম্  
প্রতিনিধি করেন; আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কি ইলাহ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ নিয়ে থাক। (৬৩) না কি যিনি স্থল ও

فِي ظِلْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرْسِلُ الرِّيحَ بِشَرِّ أَيْدِي رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّهُ

ফী জ্বলুম-তিল্ বাররি অলবাহরি অ মাই ইয়ুরসিলুর্ রিয়া-হা বৃশ্রাম্ বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহ্; আ ইলা-হুম্  
পানির অন্ধকারে পথ দেখান তিনি, যিনি তাঁর দয়ার পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন; আল্লাহর সঙ্গে কি তাদের অন্য

مَعَ اللَّهِ طَبْلٌ عَلَى اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ أَمْنَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ مِنْ

মা'আল্লা-হ্; তা'আলাল্লা-হ্ আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন্। ৬৪। আম্মাই ইয়াব্দায়ুল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহ্ অমাই  
কোন ইলাহ আছে? আল্লাহ শিরকের বহু উর্ধ্বে। (৬৪) না- কি যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন,

টীকা-(১) আয়াত-৬২ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করেন এবং উক্ত আয়াতে এ কথা ঘোষিত হয়েছে। এর মূল কারণ হল, দুনিয়ার সব ধরনের সহায় হতে নিরাশ এবং সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্বারকারী স্থির করে দোয়া করা ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার নিকট ইখলাসের মতবা অনেক বড়। মু'মিন, কাফের, পাপিষ্ঠ ও পরহেয়গার নির্বিশেষে যার নিকট হতেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এক সুহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়-এতে কোন সন্দেহ নেই। এক মজলুমের দোয়া, দুই : মুসাফিরের দোয়া এবং তিনঃ সন্তানের জন্য মা. বাবার বদদোয়া। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ

ইয়ারযুক্কুম্ মিনাস্ সামা — যি অল্ আরৃহ্; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; কুল্ হা-তু বুরহা-নাকুম্ ইন্  
এবং যিনি আকাশ-পৃথিবী হতে রুযী দেন; আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ

কুন্তুম্ ছোয়া-দিব্বীন্ । ৬৫ । কুল্ লা-ইয়া'লামু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরৃদিল্ গইবা ইল্লাল্লা-হ্;  
নিজে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও । (৬৫) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান যমীনের কেউ গায়েব সম্বন্ধে অবগত নয়,

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٦﴾ بَلِ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ تَبَلُّهُمُ فِي

অমা-ইয়াশ্'উরুনা আইয়্যা-না ইয়ুব্'আছুন । ৬৬ । বালিদ্ দা-রকা ইল্মুহুম্ ফিল্ আ-খিরতি বাল্ হুম্ ফী  
তারা জানে না কখন পুনরুত্থিত হবে । (৬৬) বস্তুত পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, মূলতঃ এ ব্যাপারে

شَكٍّ مِنْهَا زَبُلُّ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا

শাক্কিম্ মিন্হা-বাল্ হুম্-মিন্হা আমুন । ৬৭ । অক্-লাল্ লায়ীনা কাফারু ~ আ ইয়া-কুন্না তুরা-বা'ও  
তারা সন্দেহের মধ্যে আপতিত আছে, তারা এ বিষয়ে অন্ধ । (৬৭) এবং কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি

وَأَبَاؤُنَا إِنَّا لِلْمَخْرُجُونَ ﴿٦٨﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِنْ

অ আ-বা — যুনা ~ আইন্না লামুখ্'রাজুন্ । ৬৮ । লাকুদ্ উ'ইদনা-হাযা-নাহুন্ অ আ-বা — যুনা মিন্ কাবলু ইন্  
মাটি হই, তবুও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এ বিষয়ে তো পূর্বেও আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأَوْلِيَيْنِ ﴿٦٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন্ । ৬৯ । কুল্ সীরু ফিল্ আরৃদি ফানজুরু কাইফা কা-না  
এরূপ ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, বরং এটি পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয় । (৬৯) আপনি বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ \*

'আ-ক্বিবাতুল্ মুজ্'রিমীন্ । ৭০ । অলা-তাহ্'যান্ 'আলাইহিম্ অলা-তাকুন্ ফী ছোয়াইক্বিম্ মিন্মা-ইয়ামুকুরুন্ ।  
দেখ, কি হয়েছিলে পাপীদের পরিণাম । (৭০) আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, তাদের ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হবেন না ।

﴿٧١﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٢﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

৭১ । অ ইয়াক্বু লুনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিব্বীন্ । ৭২ । কুল্ আসা ~ আই ইয়াক্বুনা  
(৭১) তারা বলে, কখন সে ওয়াদা কার্যে পরিণত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও । (৭২) আপনি বলুন, আশ্চর্য নয় যে, যা আযাবের

رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

রদিফা লাকুম্ বা'দুইয়াযী তাস্তা'জ্বিলুন্ । ৭৩ । অ ইন্না রব্বাকা লায়ু ফাদ্বলিন্ 'আলান্  
জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, সম্ভবতঃ তার কিছু অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে । (৭৩) নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٩٨﴾ وَإِنْ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

না-সি অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়াশ্কুরূন। ৭৪। অ ইন্না রব্বাকা লা-ইয়া'লামু মা- তুকিন্ন  
জন্য বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু তোমাদের অনেকেই কৃতজ্ঞ নয়। (৭৪) এবং নিশ্চয়ই আপনার রব অবগত আছেন

صُدُورِهِمْ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿٩٩﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

ছুদূরহুম্ অমা-ইয়ুলিনূন। ৭৫। অমা-মিন্ গ — যিবাতিন্ ফিস্ সামা — য়ি অল্ আরদ্বি ইল্লা-ফী কিতা-বিম্  
তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু। (৭৫) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে এমন কোন কিছু গোপন নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে

مَبِينٍ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ

মুবীন্। ৭৬। ইন্না হা-যাল্ কুরআ-না ইয়াক্বু'হুছ 'আলা-বানী ~ ইসরা — যীলা আক্ছারাল্লাযী হুম্ ফীহি  
(লাওহে মাহফুযে) নেই। (৭৬) নিশ্চয়ই এই কোরআন ইসরাঈলীদের কাছে অধিকাংশ ওই বিষয়ই বর্ণনা করে, যাতে তারা

يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

ইয়াখ্তালিফূন। ৭৭। অ ইন্নাহু লাহুদাও অ রহ্মাতু লিল্ মু'মিনীন্। ৭৮। ইন্না রব্বাকা ইয়াক্বুদী বাইনাহুম্  
মতভেদ করে। (৭৭) আর তা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (৭৮) নিশ্চয়ই আপনার রব তাদের মাঝে শীমাংসা

بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿١٠٣﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ \*

বিহুক্মিহী অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ 'আলীম্। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলা ল্লা-হু; ইন্নাকা 'আলাল্ হাক্কিক্বিল্ মুবীন্।  
করবেন, তিনি বিজয়ী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) সূতরাং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছেন।

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمْدَّ بِرِينَ ﴿١٠٤﴾ وَمَا

৮০। ইন্নাকা লা-তুস্ মি'উল্ মাওতা অলা-তুস্মি'উছ্ ছুয়াদু'আ — যা ইয়া-অল্লাও মুদ্বিরীন্। ৮১। অমা ~  
(৮০) নিশ্চয়ই মৃতকে আহ্বান শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও নয়; যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। (৮১) আর আপনি

أَنْتَ بِهَدَى الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمِعَ الْأَمَنَ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ \*

আন্তা বিহা-দিল্ 'উম্মি 'আন্ হোয়াল্লা-লাতিহিম্ ইন্ তুস্মি'উ ইল্লা-মাই ইয়ু'মিনু বিআ-ইয়া-তিনা-ফাহুম্ মুসলিমূন।  
ভ্রষ্টতা হতে অন্ধকে পথে আনতে পারবেন না, তাদেরকেই শুনাতে পারবেন যারা বিশ্বাসী আমার আয়াত সমূহে। তারাই আত্মসমর্পণকারী।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۗ ﴿١٠٥﴾

৮২। অ ইয়া-অক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম্ আখ্রাজু'না লাহুম্ দা — ক্বাতাম্ মিনাল্ আরদ্বি তুকাল্লিমূহুম্ আন্না  
(৮২) যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে, তখন আমি মাটি হতে জন্তু বের করব, যে কথা বলবে,

আয়াত-৭৯ : কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক : মৃতরা শুনে পায়। দুই : তাদের শুনা এবং আমাদের  
শুনানো আমাদের ইখতিয়ারভুক্ত নয়; বরং আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন শুনিয়ে দেন। ইমাম গায্বালী (রঃ) এর মতে ছহীহ হাদীস ও একাধিক  
আয়াত হতে প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই  
শুনে। সূরা নামূল, সূরা রুম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শুনানো আমাদের ক্ষমতাবহীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা  
শুনিয়ে থাকেন। সূতরাং যে যে ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা উচিত। আর যেখানে প্রমাণ নেই  
সেখানে শুনা নাশুন উভয় সম্ভাবনা ই বিদ্যমান আছে। (মাঃ কোঃ)

النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٧﴾ وَيَوْمَ أَنْكَشِرْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ

না-সা কা-নূ বি আ-ইয়া-তিনা-লা-ইয়ুক্বিনূ। ৮৩। অ ইয়াওমা নাহুশুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাওজ্বাম্ মিম্মাই  
মানুষ তো আমার নিদর্শন বিশ্বাস করে না। (৮৩) যেদিন আমি একত্র করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা

يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهِيَ يَوْمَ يُوزَعُونَ ﴿٥٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ أَعْنَبُ بْنُ يَزِيدَ بَنِي تَمِيمٍ لَمَّا

ইয়ুকাযিবু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহম্ ইয়ুযা'উন্। ৮৪। হাত্তা ~ ইয়া-জ্বা — য়ু ক্ব-না আকায্যাবতুম্ বিআ-ইয়া-তী অ লাম্  
আমার আয়াত মানত না, যারা শ্রেণীবদ্ধ হবে। (৮৪) যখন তারা আসবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আয়াত মান নি?

تَحِيطُوا بِهَا عُلَمَاءُ مَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ

তুহীতু বিহা-ইল্মান্ আম্মা-যা-ক্বন্তুম্ তা'মালূন্। ৮৫। অ অক্ব'আল্ ক্বওলু 'আলাইহিম্ বিমা-জোয়ালামু ফাহম্  
অথচ তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা আরও কত কি করত? (৮৫) আর শাস্তি আসবে তাদের উপর তাদের জুলুম এর জন্য, সূত্রাং তারা কোন কিছু

لَا يَنْطِقُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّا

লা- ইয়ান্ত্বিকূন্। ৮৬। আলাম্ ইয়ারও আন্না জ্বা'আল্নাল্লাইলা লিইয়াস্কুনু ফীহি অন্নাহা-র মুবছির-; ইন্না  
বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাতকে তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকপ্রদ করেছি?

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ أَنْ يَنْفَخَ فِي الصُّورِ فَفِرْعَاقٌ مِّنْ فِي

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লিক্বওমিই ইয়ু'মিনূন্। ৮৭। অ ইয়াওমা ইয়ুন্ফাখু ফিহু ছুরি ফাফাযি'আ মান্ ফিস্  
নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৮৭) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান যমীনে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত

السَّمَوَاتِ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلُّ أَتْوَةٍ دَخِرِينَ ﴿٦٢﴾ وَتَرَى

সামা-ওয়া-তি অ মান্ ফিল্ আরুদ্বি ইল্লা-মান্ শা — য়াল্লা-হু; অ ক্বল্লূন্ আতাওহু দা-খিরীন্। ৮৮। অ তারল্  
হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সে ছাড়া, আর তাঁর নিকট সবাই বিনীত অবস্থায় হাযির হবে। (৮৮) আর আপনি

الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مِّنَ السَّحَابِ ۗ صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقِنَ

জিব্বা-লা তাহুসাবুহা- জ্বা-মিদাতাঁও অহিয়া তামুরুরু মাররস্ সাহা-ব; ছূন্'আল্ল-হি ল্লাযী ~ আত্কূনা  
পাহাড়সমূহকে দেখে ভাবতেছেন, এগুলো টলবে না, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত উড়বে; আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সব

كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾ مِّنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ

কুল্লা শাইয়িন্ ইন্নাহু খাবীরুম্ বিমা-তাফ্'আলূন্। ৮৯। মান্ জ্বা — যা বিল্হাসানাতি ফালাহু খইরুম্ মিন্হা-  
কিছুকে সুষম করলেন, তিনি তোমাদের কর্মের খবর রাখেন। (৮৯) সেদিন যে পুণ্য নিয়ে আসবে সেদিন সে তদপেক্ষা

وَهُمْ مِّنْ فِرْعٍ يَوْمَئِذٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَمِنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَكَبَتْ وَجْهُهُمُ

অ হুম্ মিন্ ফাযাই; ইয়াওমায়িযিন্ আ-মিনূন্। ৯০। অ মান্ জ্বা — যা বিস্ সাইয়িয়াতি ফাকুব্বাত্ উজ্জুহু হুম্  
উত্তম বিনিময় পাবে, সেদিন আতংক হতে নিরাপদ হবে। (৯০) আর যে কুকর্ম নিয়ে আসবে, তারা আঙনে অধোমুখে

فِي النَّارِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ

ফীনা-র; হাল তুজু যাওনা ইল্লা-মা-কুনতুম তা'মালুন। ৯১। ইনামা ~ উমিরতু আন্ আ'বুদা  
নিষ্কিণ্ড হবে; তাদেরকে বলা হব, তোমরা যা করতে তারই শাস্তি ভোগ করবে। (৯১) বলুন, আমি তো এ নগরীর রবের

رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ

রব্বাহা-যিহিল্ বাল্দাতিল্লাযী হাররামাহা-অ লাহু কুল্লু শাইয়িও অ উমিরতু আন্ আকুনা  
ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মান দিয়েছেন, এবং তাঁরই সব কিছু; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ أهدى فَأِنَّمَا يَهْتَدِي

মিনাল মুসলিমীন। ৯২। অ আন্ আতলুওয়াল্ কুরআ-না ফামানিহ্ তাদা-ফাইনামা-ইয়াহতাদী  
তাঁরই অনুগত হয়ে থাকি; (৯২) আর যেন আমি কোরআন পড়ে শুনাই; আর যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে নিজের কল্যাণেই

لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ

লিনাফসিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাকুল্ ইনামা ~ আনা মিনাল্ মুন্যিরীন। ৯৩। অ কুলিল্ হাম্দু  
সৎপথ অবলম্বন করে, আর যে ভ্রষ্ট হবে (তাকে) আপনি বলুন, আমি তো সতর্ককারী মাত্র। (৯৩) আপনি বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র

لِلَّهِ سِيرِكُمْ آيَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ \*

লিল্লা-হি সাইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফূনাহা-; অমা-রব্বুকা বিগ-ফিলিন্ আন্মা-তা'মালুন।  
আল্লাহর জন্য তিনি অতি শীঘ্র তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন বুঝবে; তোমাদের রব তোমাদের কর্ম সম্পর্কে গাফেল নন।

সূরা ক্বাছোয়াছ  
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বিস্মিল্লা-হির রাহুমা-নির রাহীম  
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত : ৮৮  
রুকু : ৯

طَسْر ﴿٥٤﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٥٥﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى

১। ত্বোয়া-সী ~ ম'মী — ম'। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। নাতলু 'আলাইকা মিন্ নাবা-য়ি মুসা-  
(১) ত্বোয়া, সীন, মীম, (২) এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি মুসা ও

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

অ ফির্'আউনা বিল্হাক্ কি লিক্ব'ওমি ইয়ু'মিনূন। ৪। ইন্না ফির্'আউনা 'আলা-ফিল্ আর্দি অজ্জা'আলা  
ফেরাউনের ঘটনা মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। (৪) নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনে বেড়ে গিয়েছিল, দেশবাসিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

টীকা-১। আয়াত-১৪: মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন  
জুহফা অর্থাৎ রাবেগের নিকট উপনীত হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলেন, হে মুহাম্মদ (ছঃ)!  
আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি? অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাকে এই  
সূরা পাঠ করে শুনালেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৩ : উপদেশ লাভ ও নবুওয়্যাতের সত্যতার প্রমাণ গ্রহণ করা এবং অন্যান্য উপকার  
বর্তমানে প্রকৃত মু'মিন হোক অথবা ভবিষ্যতে ঈমান আনার ইচ্ছুক হোক। এরা ছাড়া কেউ এ উদ্দেশে কাহিনীগুলো শ্রবণ করে না,  
সুতরাং তাদের জন্য কল্যাণকরও নয়। (মাঃ কোঃ)

أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ

আহ্লাহা-শিয়া'আই ইয়াস্ তাহ্'ঈফু ত্বোয়া — যিফাতাম্ মিন্হম্ ইযুযাক্বিহ আবনা — যা হম্ অ ইয়াস্ তাহ্বী নিসা — যা হম্;  
বিভক্ত করে একদলকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখত নিশ্চয়ই

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي

ইন্নাহু কা-না মিনাল্ মুফ্‌সিদ্দীন্ । ৫ । অ নুরীদু আন্ নামুন্না 'আলাল্লাযীনাস্ তুহ্ব'ইফু ফিল্  
সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী । (৫) এবং আমি ইচ্ছা করলাম যে, সে যমীনে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ

الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أُتْرُقًا وَنَجْعَلُ لَهُمُ الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أُتْرُقًا ۝ وَنَجْعَلُ لَهُمُ الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أُتْرُقًا

আর্দি অনাজ্'আলাহম্ আয়িম্মাতাও অনাজ্'আলা-হুমুল্ ওয়া-রিহীন্ । ৬ । অ নুমাঙ্কিনা লাহম্ ফিল্ আর্দি  
করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে, তাদেরকে দেশের অধিকারী করতে; (৬) এবং তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং

وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَا

অ নুরিয়া ফির্'আউনা অহা-মা-না অজু'নূদাহুমা- মিন্হম্ মা-কা-নু ইয়াহুযারুন্ । ৭ । অআওহাইনা ~  
যে কারণে ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী (দুর্বল বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে) আশঙ্কা করত তা দেখাতে । (৭) আর আমি অহী

إِلَىٰ آدَمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِيفَتْ عَلَيْهِ فَالْتَقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

ইলা ~ উম্মি মূসা ~ আন্ আর্দি'ঈহি ফাইয়া-খিফতি 'আলাইহি ফাআল্‌ক্বীহি ফিল্ ইয়াম্মি অলা-তাখ-ফী  
প্রেরণ করলাম মূসার মায়ের কাছে, তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক, আর যদি আশংকা কর, তবে তাকে নদীতে ছেড়ে দাও, ভয়

وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُ آلُ

অলা তাহুযানী ইন্না রা — দ্‌হু ইলাইকি অজ্জা-ইলুহ্ মিনাল্ মুরসালীন্ । ৮ । ফাল্‌তাফুত্বোয়াহু ~ আ-লু  
করো না, দুঃখও করো না আমি অবশ্যই তাকে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করাব, এবং তাকে রাসূল বানাব । (৮) অতঃপর তাকে

فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

ফির্'আউনা লিইয়াক্বনা লাহম্ 'আদুঅও অ হাযানা-; ইন্না ফির্'আউনা অহা-মা-না অ জু'নূদাহুমা- কা-নু  
উঠাল ফেরাউনের লোকেরা; অথচ সে তাদের শত্রু এবং সে তাদের দুঃখের কারণ হবে; নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান ও তাদের

خَطِيئِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۚ

খতিয়ীন্ । ৯ । অক্ব-লাতিম্ রয়াতু ফির্'আউনা ক্ব'ররতু 'আইনিল্লী অলাকা; লা-তাক্ব তুলুহ্  
বাহিনী ভুল করেছিল । (৯) আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশুটি আমার ও তোমার নয়ন মনি; একে হত্যা করো না;

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَأَصْبَحَ فُؤَادًا لِّ

'আসা ~ আই ইয়ান্‌ফা'আনা ~ আও নাত্তাখিয়াহু অলাদাও অহম্ লা-ইয়াশ্'উরুন্ । ১০ । অআছ্বাহা-ফুয়া- দু উম্মি  
সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিংবা তাকে আমাদের সন্তানও বানাতে পারি; তারা বুঝেনি । (১০) মূসার মায়ের মন

مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ

মুসা-ফা-রিগ-; ইন্ কা-দাত্ লাভুব্দী বিহী লাওলা ~ আররবাত্ না- আলা-কুলবিহা-লিতাকূনা মিনাল্  
অস্থির ছিল; যেন আশ্বস্ত হয়, তার জন্য তার মনকে দৃঢ় না করলে সে তো সব প্রকাশ করে দিত; এইরূপ করলাম, যেন সে

الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قِصِيهِ زَفَبَرْتِ بِهِ عَنْ جَنِبٍ وَهَمْرًا لَا

মু'মিনীন্ । ১১ । অক্-লাত্ লিউখ্তিহী কু ছুহীহি ফাবাছোয়ারত বিহী 'আন্ জু'নুবিও অহম্ লা-  
বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে । (১১) আর সে মুসার বোনকে বলল, তুই এর সঙ্গে যা, সে দূর হতে দেখতেছিল, আর তারা

يَشْعُرُونَ ۝ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ

ইয়াশ্'উরুন্ । ১২ । অ হাররম্না- 'আলাইহিল্ মার-দি'আ মিন্ কুবলু ফাক্-লাত্ হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা ~ আহলি  
জানত না । (১২) আর আমি পূর্বেই ধাত্রীসন্ত্য পান নিষিদ্ধ করেছি; মুসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের খবর

بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقْرَعِينَهَا

বাইতি ইয়াক্ফুলূনাহু লাকুম্ অহম্ লাহু না-ছিহূন্ । ১৩ । ফারদাদ্না-হ ইলা ~ উম্মিহী কাই তাকুর্ 'আইনুহা-  
দিব? যারা তোমাদের হয়ে তার লালন পালন করবে, তারা তার মঙ্গলকামী হবে? (১৩) আমি তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম,

وَلَا تَحْزَنَ وَتَتَعَلَّمَنَّ وَلَعَلَّ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا

'আলা-তাহূয়ানা অলিতা'লামা আন্না অদাল্লা-হি হাকু কুও অলা-কিন্না আক্ছারহম্ লা-ইয়া'লামূন্ । ১৪ । অ লাম্মা-  
যেন তার চোখ জুড়ায়, দুঃখ না করে, আর বুঝে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তবে অনেকেই জানে না । (১৪) আর যখন

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَيْنُهُ حَكِيمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ \*

বালাগ আশুদ্বাহু অস্'তাওয়া ~ আ-তাইনা-হ হু'ক্মাও অ'ইল্মা-; অকাযা-লিকা নাজ্জযিল্ মুহসিনীন্ ।  
সে যৌবনে পৌঁছল ও পূর্ণত্ব লাভ করল তখন তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দিলাম, আর আমি পুণ্যশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি ।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ۝

১৫ । অ দাখালাল্ মাদীনাতা 'আলা-হীনি গাফ্লাতিম্ মিন্ আহলিহা- ফাওয়াজ্জাদা ফীহা-রজু'লাইনি ইয়াকু'তাতিলা-নি  
(১৫) আর মুসা এমন সময় নগরে প্রবেশ করল যখন নগরবাসী অসতর্কছিল সে এসে দেখল দুটি লোক সংঘর্ষে

هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي

হাযা-মিন্ শী'আতিহী অ হাযা-মিন্ 'আদুওয়্যাহী ফাস্'তাগা-ছাহ্ল্ লাযী মিন্ শী 'আতিহী 'আলাল্লাযী  
লিগ; একজন ছিল তার নিজ সম্প্রদায়ের, আর অন্যজন ছিল তার শত্রুদলের, তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার

আয়াত-১২ : যেহেতু তখন তারা হযরত মুসাকে (আঃ) কারও দুধপান করাতে পারছিল না। সুতরাং এই পরামর্শকে সুযোগ মনে করে সেই ধাত্রীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তার মাতার ঠিকানা বলে দিল। অবশেষে তাকে ডেকে আনা হল। মুসা (আঃ) কে তার কোলে দেয়া মাত্রই তিনি দুধপান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে হযরত মুসা (আঃ)-এর মা শান্ত মনে তাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝে মাঝে নিয়ে আছিয়াও ফেরাউনকে দেখিতে আনতেন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত মুসার (আঃ)-এর মা ফেরাউন থেকে তাকে দুধপান করাবার বিনিময়ও গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, বিনিময় গ্রহণ না করলে তারা ধারণা করবে, এ স্ত্রীলোকটিই শিশুটির, তাই সে বাৎসল্যবশতঃ বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (বঃ কোঃ)



مِنْ عَدُوٍّ لَّكَ وَمِنْ عَدُوِّكَ فَفَضَىٰ عَلَيْهِ قَالُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ط

মিন্ 'আদুওয়িহী ফা অকাযাহূ মূসা-ফাক্বদ্বোয়া 'আলাইহি ক্ব-লা হাযা-মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বোয়ান্'  
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল; তখন মূসা তাকে ঘৃষি মারে এবং এতে সে মুত্ব মুখে পতিত হল। মূসা বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড,

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ط

ইন্বাহূ 'আদুওয়্যুম্ মুদ্বিল্লুম্ মুবীন্। ১৬। ক্ব-লা রব্বি ইনী জোয়ালাম্তু নাফসী ফাগ্ফিরলী ফাগফার লাহ্;  
সে স্পষ্ট শত্রু ও কিত্বান্তকারী। (১৬) সে বলল, হে আমার রব! আমি আমার প্রতি জুলুম করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا

ইন্বাহূ হুওয়াল্ গফুরুর্ রহীম্। ১৭। ক্ব-লা রব্বি বিমা ~ আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ফালান্ আকুনা জোয়াহীরল্  
তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৭) বলল, হে আমার রব! আমাকে যে করুণা করেছেন এরপর আমি

لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

লিল্মুজুরিমীন। ১৮। ফায়াছ্বাহা ফিল্ মাদীনাতি খ — যিফাই ইয়াতারক্ব ক্বু ফাইয়াল্লাযিস্ তানছোয়ারহূ  
কখনও সহযোগী হব না অপরাধীদের। (১৮) ভীত অবস্থায় নগরীতে তার ভোর হল, যে পূর্বদিন তার নিকট সাহায্য চেয়েছিল

بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ

বিল্'আম্সি ইয়াস্তাহুরিখহূ; ক্ব-লা লাহূ মূসা ~ ইন্বাকা লাগাওয়িয়্যুম্ মুবীন্। ১৯। ফালাম্মা ~ আন আর-দা  
সে লোকটি আবার তাকে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকল; মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পষ্টই একজন ভ্রান্ত। (১৯) অতঃপর যখন

أَنْ يَبِطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا لَقَالَ يَهُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تُقْتَلَنِي كَمَا

আই ইয়াব্বিশা বিল্লাযী হুয়া 'আদুওয়্যল্ লাহুমা-ক্ব-লা ইয়া- মূসা ~ আতুরীদু আন্ তাক্ব তুলানী কামা-  
সে তাকে ধরতে চাইল যে তাদের উভয়েরই শত্রু; (তখন পূর্ব দিনের) লোকটি বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাকেও হত্যা

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا

ক্বতাল্তা নাফসাম্ বিল্'আম্সি ইন্ তুরীদু ইল্লা ~ আন্ তাকুনা জ্বাব্বা-রন্ ফিল্ আরদ্বি অমা-  
করতে চাও গতকাল যে ভাবে তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি যমীনে স্পষ্ট বেষ্টিচাচারী হতে চাও?

تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ﴿٦٠﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ز

তুরীদু আন্ তাকুনা মিনাল্ মুছলিহীন। ২০। অজ্বা — যা রাজুলুম্ মিন্ আক্ব ছোয়াল্ মাদীনাতি ইয়াস্ 'আ-  
আপোষকামী হওয়ার ইচ্ছা তুমি পোষন কর না? (২০) আর শহরের অপর প্রান্ত হতে এক লোক ছুটে এসে তাকে বলল,

قَالَ يَهُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِيرونَ بِكَ لِيَقْتُلوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ

ক্ব-লা ইয়া-মূসা ~ ইন্বাল্ মালায়া ইয়া 'তামিরুনা বিকা লিইয়াক্ব তুলূকা ফাখরুজ্ ইনী লাকা মিনান্  
হে মূসা! ফেরাউনের সভাষদরা তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে; সুতরাং তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমি নিঃসন্দেহে তোমার



النَّصِيحِينَ ﴿٢١﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ

না-ছহীহিন্ । ২১ । ফাখরজ্জা মিন্হা-খ — যিফাই ইয়াতারক্ব ক্বুবু ক্ব-লা রকিব নাজ্জিনী মিনাল্ ক্বওমিজ্ কল্যাণকামী । (২১) অতঃপর তথা হতে ভীত অবস্থায় বের হয়ে বলল, হে আমার রব! এ জালিমদের কবল থেকে আমাকে

الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

জোয়া-লিমীন্ । ২২ । অলাম্মা-তাওয়াজ্জাহা -তিলক্ব — যা মাদইয়ানা ক্ব-লা 'আসা রাক্বী ~ আই ইয়াহদিয়ানী সাওয়া — যাস্ রক্ষা কর । (২২) আর যখন মুসা মাদইয়ানের দিকে যাত্রা করল তখন বলল, আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ

السَّبِيلِ ﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ

সাবীল্ । ২৩ । অলাম্মা-অরদা মা — যা মাদইয়ানা অজ্জাদা 'আলাইহি উম্মাতাম্ মিনান্না-সি ইয়াস্কূনা অওয়াজ্জাদা দেখাবেন । (২৩) যখন মাদইয়ানের কূপে পৌঁছল, তখন একদল লোক পেল, যারা পানি পান করছিলেন; এবং তাদের পেছনে

مِنْ دُونِهِمْ آتَيْنِ تَذْوَدِنِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَتَا لِمَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْرِفَ

মিন্ দূনিহিমুম্ রয়াতাইনি তাযূদা-নি ক্ব-লা মা-খত্বুকুমা-; ক্ব-লাতা লা-নাস্কী হাত্তা-ইযুছদিরব্ দুজন নারীকে পেল যারা জন্তু হাঁকাচ্ছিল । সে বলল, তোমাদের কি ইচ্ছা? তারা বলল, আমরা পানি পান করাচ্ছি না, রাখালরা

الرِّعَاءَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثَمَرًا تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ

রি'আ — যু অআব্বনা শাইখুন্ কাবীর্ । ২৪ । ফাসাক্ব-লাহুমা-ছুম্মা তাওয়াল্লা ~ ইলাজ্ জিল্লি ফাক্ব-লা রকিব না যাওয়া পর্যন্ত । আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ । (২৪) অতঃপর তাদের পশুগুলোকে সে পানি পান করাল, পরে ছায়ায় গিয়ে বসল

إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٥﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ

ইনী লিমা ~ আনযালতা ইলাইয়্যা মিন্ খাইরিন্ ফাক্বীর্ । ২৫ । ফাজ্জা — যাতহ্ ইহদা-হুমা- তামশী 'আলাস্ তিহইয়া — যিন্ আর বলল, হে আমার রব! আমি তোমার কল্যাণ ভিখারী । (২৫) নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত হয়ে তার নিকট এসে বলল,

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ ۖ وَقَصَّ

ক্ব-লাত্ ইন্না আবী ইয়াদু'উকা লিয়াজ্জ্ যিয়াকা আজ্জ্ রমা- সাক্বইতা লানা-; ফালাম্মা জ্জা — যাহ্ অক্বছছোয়া আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে পানির পারিশ্রমিক প্রদান করতো তার পর মুসা এসে তাকে সকল বিবরণ শুনাল;

عَلَيْهِ الْقَصَّ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ وَتَدَّ نَجْوَىٰ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ

'আলাইহিল্ ক্বছোয়াছোয়া ক্ব-লা লা-তাখফ্ নাজ্জাওতা মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্ । ২৬ । ক্ব-লাত্ তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েগেছ (২৬) কন্যাদ্বয় একজন বলল,

আয়াত-২৩ : এ ঘটনা হতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবগত হওয়া গেল । একঃ দুর্বলদেরকে সাহায্য করা নবী রাসূলদের সূনাত । দুইঃ বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজন বোধে কথা বলায় কোন দোষ নেই । যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা দেখা না দেয় । তিনঃ আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন নারীদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না । ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এ ধারা অব্যাহত ছিল । কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত উদ্ভতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল । এ কারণেই রমণীদ্বয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন নি । চারঃ এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না । এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ষিকের ওয়র পেশ করেছেন । (মাঃ কোঃ)

إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ إِسْتَاْجِرَةٌ زَيْنٌ خَيْرٌ مِّنْ إِسْتَاْجِرَتِ الْقَوِي الْأَمِينِ\*

ইহুদা-হুমা-ইয়া ~ আবাতিস্ তা'জ্বিরহ্ ইন্না খইর মানিস্ তা'জ্বারতাল্ ক্বওওয়িয়্যাল আমীন  
পিতা! আপনি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করুন, আপনার কর্মচারী হিসাবে সে ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

২৭। ক্ব-লা ইন্নী ~ উরীদু আন্ উন্কিহাকা ইহুদাব্ নাতাইয়্যা হা-তাইনি 'আলা ~ আন্ তা'জ্বুরানী  
(২৭) তিনি বললেন, আমি আমার এক কন্যাকে তোমার কাছে এ শর্তে বিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আট বছর আমার

ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

হামা-নিয়া হিজ্জাজ্বিন্ ফাইন্ আত্মামতা 'আশ্রান্ ফামিন্ ইন্দিকা অমা ~ উরীদু আন্ আশুক্ব্ ক্বা 'আলাইক্ব;  
কাজ করবে, তবে দশ বছর পূর্ণ করলে তা তোমার ইচ্ছা। আর আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট প্রদান করতে চাই না;

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا

সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্শা — আল্লা-হ্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্ । ২৮। ক্ব-লা যা-লিকা বাইনি অ বাইনাক্ব; আইয়ামাল্  
আল্লাহ্ চান তো তুমি আমাকে সৎকর্মশীল হিসাবেই পাবে। (২৮) মূসা বললেন, এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে।

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَاعِدٌ وَإِنْ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ

আজ্বালাইনি ক্বছোয়াইত্ব ফালা-উদওয়া-না 'আলাইয়্যা; অল্লা-হ্ 'আলা-মা-নাক্বুলু অকীল্ । ২৯। ফালাম্মা-ক্বাছোয়া-  
দুটি সময়ের একটি পূর্ণ করলে আমার ওপর অভিযোগ থাকবে না। এ কথায় আল্লাহ সাক্ষী। (২৯) অতঃপর যখন মূসা তার

مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ

মূসাল্ আজ্বালা অসা-র বিআহ্লিহী ~ আ-নাসা মিন্ জ্বা-নিবিত্ব তুরি না-রান্ ক্ব-লা লিআহ্লিহিম্  
নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে সপরিবারে মিশর অথবা শাস দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন তিনি তুরপর্বতে আগুন দেখলেন। পরিবারকে

أَمَكَّنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ

ক্বুছু ~ ইন্নী আ-নাসত্ব না-রল্লা-আল্লী ~ আ-তীক্বুম্ মিনহা-বিখবারিন্ আও জ্বায়ওয়াতিম্ মিনান্না-রি  
বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে হয়ত আমি খবর পেতে পারি বা অঙ্গার

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ

লা'আল্লাক্বুম্ তাছুছোয়াল্লূন্ । ৩০। ফালাম্মা ~ আতা-হা-নূদিয়া মিন্ শা-ত্বিয়িল্ ওয়া-দিল্ আইমানি ফিল্ বুক্ব্ আতিল্  
আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে। (৩০) অতঃপর যখন মূসা আগুনের নিকটবর্তী হলেন, উপত্যকার দক্ষিণের

الْمَبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣١﴾ وَأَنْ أَلْقِ

মূবা-রকাতি মিনাশ্ শাজ্বারতি আই ইয়া- মূসা ~ ইন্নী ~ আনাল্লা-হ্ রব্বুল্ 'আলামীন্ । ৩১। অ আন্ আলক্বি  
পবিত্র ভূমির এক বৃক্ষ হতে শব্দ আসল, হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, সারা জাহানের রব। (৩১) তুমি তোমার লাঠি ফেল,

عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلِيٌّ مُدْبِرٌ وَلَمْ يَعْقِبْ ط يَمُوسَى

আছোয়াহ্; ফালাম্মা-রয়া-হা-তাহুতায়্যু কাআন্বাহা-জ্বা — ননুও অল্লা-মুদ্বিরাঁও অলাম্ ইয়ুআক্বিব্; ইয়া-মূসা ~ (লাঠি ফেললে) যখন তাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন মূসা পেছনে হটল, ফিরেও তাকাল না। হে মূসা!

اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٥٢﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ

আক্ব বিল্ অলা তাখফ ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন। ৩২। উস্লুক্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা তাখরুজ্ সামানে অগসর হও, ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তুমি নিরাপদ। (৩২) তোমার হাতকে তোমার বগলের ভেতর রাখ, নির্দোষ ও

بِيضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ زَوْا ضَمَّرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنْكَ بِرْ هَانِي

বাইদ্বোয়া — যা মিন্ গইরি সূ — য়িও ওয়াদ্বুম্ ইলাইকা জ্বানা-হাকা মিনার্ রহ্বি ফাযা-নিকা বুরহা-না-নি ওয় উজ্জল হয়ে দেখা দেবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এ দুটি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের

مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ رَبِّ

মিন্ রব্বিকা ইলা- ফির্ আউনা অমালায়িহ্; ইন্নাহম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন। ৩৩। ক্ব-লা রব্বি জন্য তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বললেন, হে আমার রব! আমি তো

إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٥٤﴾ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ

ইনী ক্বতলতু মিন্হম্ নাফসান্ ফাআখ-ফু আই ইয়াক্ব তুলূন। ৩৪। অআখী হারূ-নু হওয়া আফছোয়াহ্ তাদের একজনকে হত্যা করেছি; ফলে আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে

مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ز إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٥٥﴾ قَالَ

মিন্নী লিসা-নান্ ফাআরসিল্হু মা ইয়া রিদ্বয়াই ইয়ুছোয়াদ্বিকুনী ~ ইনী ~ আখ-ফু আই ইয়ুকায্বিবূন। ৩৫। ক্ব-লা অধিক প্রাজ্ঞলভাষী, তাকে সাথে দিন; সে সমর্থন দেবে; আমার ভয় যে, তারা মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) বললেন, তোমার

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكَ مَلَأْنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا

সানাশুদ্ব্ আখ্বুদাকা বিআখীকা অনাজু আনু লাক্বুমা- সুল্ভোয়া-নান্ ফালা-ইয়াহিলূনা ইলাইক্বুমা- বিআ-ইয়া-তিনা ~ ভাইকে দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করব, তোমাদের উভয়কে এমন ক্ষমতা দেব যে, ফলে তারা তোমার কাছেও যেমতে পারবে না।

أَنْتُمْ وَمِمَّنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا

আনতুম্মা-অমানি তাবা আক্বুমাল্ গ-লিবূন। ৩৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়াহম্ মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বল্ আমার নিদর্শনসহ যাও, তোমরা ও অনুসারীরাই বিজয়ী হবে। (৩৬) অতঃপর যখন মূসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে গেল, বলল, এটি তো

ব্যাখ্যা- আয়াত-৩২ : এই বিশায়কর মু'জিয়া দেখে তোমার মনে যে ভয় সঞ্চার হয় তা দূর করার জন্য স্বীয় হস্তদ্বয় আপন দিকে সঙ্কোচিত করে লও। আর কেউ কেউ এর অর্থ বলেন- হযরত মূসা (আঃ) লাঠি সর্প হয়ে যেতে দেখে তিনি ভয়ে তা থেকে আপন হস্তে সরতে লাগলেন, ভীত লোক যেমন করে। কিন্তু এতে দর্শক শত্রুদের উপর কু-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, লাঠি সর্প হলে যদি ভয় পাও, তবে তোমার হস্ত বাহুদ্বয়কে নিচে দাবিয়ে রেখ, অতঃপর তা বের কর, দেখবে, তা দাঁড়মান উজ্জ্বল সাদা হয়ে বের হবে। অতএব, এ পদ্ধতি অবলম্বনে দুটি উপকার হবে- প্রথমতঃ ভয়ে ভীত অবস্থার অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিন্তু শত্রুরা এ ভীত হওয়ার কথা জানতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এটি ভিন্ন একটি মু'জিয়া হল। (তাঃ মাদারেক)

مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّغْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ

মা-হাযা ~ ইল্লা-সিকুরুম্ মুফতারও অমা-সামিনা- বি হা-যা-ফী ~ আ-বা — যিনাল্ আউয়্যালীন্। ৩৭। অ কু-লা-  
মনগড়া যাদু বৈ আর কিছু নয়,এ ব্যাপারে এমন কথা শুনিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে। (৩৭) আর মুসা বলল,

مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِي ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ

মূসা-রব্বী ~ আ'লামু বিমান্ জ্বা — যা বিল্ হুদা-মিন্ 'ঈন্দিহী অমান্ তাকূনু লাহু আ' কিবাতুদ  
আমার রবই সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে আর পরকালে কার পরিণাম ভাল

الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم

দা-র্ ইল্লাহু লা-ইয়ুফলিহুজ্ জোয়া-লিমূন্। ৩৮। অকু-লা ফির'আউনু ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মালায়ু মা-আলিমতু লাকুম্  
হবে? জালিমেরা সর্বদা বিফল। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পরিষদবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে

مِن إِلَهِ غَيْرِي ۖ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُن عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي

মিন্ ইলা-হিন্ গইরী, ফাআও কিদলী ইয়া-হা-মা-নু 'আলাতু, ত্বীনি ফাজ্ আললী ছোয়ারহাল্লা'আল্লী ~  
বলে তো আমার জানা নেই; হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও উঁচু প্রাসাদ নির্মান কর, যাতে আমি

أُطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨١﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ

আতুত্বোয়ালি 'উইলা ~ ইলা-হি মূসা-অইনী লাআজলু হু মিনাল্ কা-যিবীন্। ৩৯। অস্তাক্ব্বার হুওয়া অ জুনুদুহু  
মূসার ইলাহকে দর্শন করতে পারি, তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী। (৩৯) সে ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায় গর্ব

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾ فَاخْتَلَفْنَا لَهُ وَجُنُودُهُ

ফিল্ আরদি বিগইরিল্ হাক্ কি অজোয়ালু ~ আন্লাহম্ ইলাইনা- লা-ইয়ুরজ্জা'উন্। ৪০। ফাআখযনা-হু অজুনুদাহু  
করে মনে করেছিল যে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে না। (৪০) অতঃপর তাকে ও তার বাহিনীকে আমি পাকড়াও করে সমুদ্রে

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٨٣﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً

ফানাযযনা-হম্ ফিল্ ইয়ামি ফান্জুর্ কাইফা কা-না 'আ-কিবাতুজ্ জোয়া-লিমীন্। ৪১। অ জ্বা'আলনা-হম্ আইয়িম্মাতাই  
নিষ্ক্ষেপ করলাম; অতঃপর দেখুন কেমন হয়েছিল, জালিমদের পরিণতি? (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম, তারা লোকদেরকে

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

ইয়াদ'উনা ইলান্না-রি অইয়াওমাল্ কিয়া-মাতি লা-ইয়নুছোয়ারূন্। ৪২। অ আত্বা'না-হম্ ফী হা-যিহিদুন্ইয়া-  
দোযখের দিকে আহ্বান করত; পরকালে তাদের কেউ সাহায্যকারী হবে না। (৪২) আর দুনিয়াতে আমি তাদের পেছনে অভিশাপ

لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ

লা'নাতান্ অ ইয়াওমাল্ কিয়া-মাতি হম্ মিনাল্ মাক্ বূহীন্। ৪৩। অলাকুদু আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা মিম্  
লাগিয়ে রেখেছি, আর কিয়ামত দিবসে তারা হবে ঘৃণিত। (৪৩) আমি পূর্ববর্তী বহু লোকদেরকে ধ্বংস করার পর মুসাকে

بَعْدَ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَائِرِ النَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهِمْ

বা'দি মা ~ আহ্লাকনাল্ কু'রুনাল্ উলা-বাছোয়া — যিরা লিন্না-সি অহ্দা'ও অরহ্মাতাল্ লা'আল্লাহ্ম  
কিতাব প্রদান করেছি, যা ছিল মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তারা তা থেকে উপদেশ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٨﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

ইয়াতাকাফারুন্ । ৪৪ । অমা-কুন্তা বিজ্বা-নিবিল্ গরবিয়ী ইয্ কাছোয়াইনা ~ ইলা-মূসাল্ আম্ৰ অমা-  
গ্রহণ করতে পারে । (৪৪) আর আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি তুর পর্বতের পশ্চিমে ছিলেন না, আর আপনি

كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٩﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا

কুন্তা মিনাশ্ শা-হিদ্দিন্ । ৪৫ । অলা-কিন্না ~ আন্ শা'না কু'রুনান্ ফাতাত্বোয়া- অলা 'আলাইহিমুল্ উমূরু অমা-  
প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না । (৪৫) বরং আমি (মূসার পর) অনেক (যুগ মানব) গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, তাদের বয়স দীর্ঘ ছিল;

كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَرْسَلِينَ ﴿٩٠﴾ وَمَا

কুন্তা ছা-ওয়িয়ান্ ফী ~ আহলি মাদইয়ানা তাতল্ 'আলাইহিম্- আ-ইয়া-তিনা- অলা-কিন্না- কুন্না- মুর্সিলীন্ । ৪৬ । অমা-  
আয়াত আবৃত্তির জন্য আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না; আমিই তো রাসূল প্রেরক । (৪৬) আর আমি যখন

كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا

কুন্তা বিজ্বা-নিবিত্ব্, ত্বূরি ইয্ না-দাইনা- অলা-কির্ রহ্মাতাম্ মির্ রক্বিকা লিতুন্দির ক্বওমাম্ মা~  
মূসাকে ডাকলাম তখন তুরের পাশ্বে ছিলেন না; এটি রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি দয়া, যেন ঐ জাতিকে সতর্ক করতে

أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قِبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ وَلَوْلَا أَن تَصِيبَهُم

আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্ব্বলিকা লা'আল্লাহ্ম ইয়াতাকাফারুন্ । ৪৭ । অ লাওলা ~ আন্ তুহীবাহুম্  
পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে সতর্ককারী আসেনি; যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে । (৪৭) তাদের কৃতকর্মের দরুণ যদি

مُصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

মুছীবাতুম্ বিমা-ক্ব্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইয়াক্ব্ লূ রব্বানা-লাওলা ~ আর্সাল্তা ইলাইনা-রসূলান্  
তাদের উপর বিপদ না আসত তবে তারা বলত, হে আমাদের রব! কেন আমাদের কাছে রাসূল পাঠাও নি? পাঠালে তোমার

فَتَتَّبِعَ آيَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা অনাক্ব্না মিনাল্ মু'মিনীন্ । ৪৮ । ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্ব্ ক্বু মিন্ ইন্দিনা-  
আয়াত মানতাম, এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম । (৪৮) অতঃপর যখন তাদের নকট সত্য আসল, তখন তারা বলল,

আয়াত-৪৩ : সত্যান্বেষীদের প্রথমতঃ বোধশক্তি ঠিক হয় । একে বসীরত বলে । তারপর আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণ করে । একে  
হেদায়েত বলে । এরপর হেদায়েতের ফলাফল অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় । একে 'রহমত' বলে (বঃ কোঃ)

আয়াত-৪৪ : নিশ্চিতরূপে কোন বিষয়ের সংবাদ দিতে হলে জ্ঞান দ্বারা এটি উপলব্ধি করা একটি উপায় । কিন্তু এ সমস্ত প্রাচীন কাহিনী  
জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয় নয় । অথবা কোন ঐতিহাসিক মনীষী হতে শিক্ষা লাভ করা নয় । সে সুযোগও আপনার হয় নি ।  
কিংবা স্বচক্ষে দর্শন করা যে আপনার দরকার তার সুযোগও আপনার হয় নি । সুতরাং একমাত্র ওহীর দ্বারাই আপনি উক্ত জ্ঞান লাভ  
করতে পেরেছেন । (বঃ কোঃ)

قَالُوا لَوْلَا آؤْتِي مِثْلَ مَا آؤْتِي مُوسَىٰ ط أَوْ لِمَ يَكْفُرُونَ بِمَا آؤْتِي مُوسَىٰ

ক্ব-লু লাওলা ~ উতিয়া মিছলা মা ~ উতিয়া মূসা-; আওয়ালাম্ ইয়াক্ফুরু বিমা ~ উতিয়া মূসা-  
মূসার মত তাকে (মুহাম্মদ (ছঃ) কে) দেয়া হয়নি কেন? তাতে তারা কি মূসাকে দেয়া বিষয় অস্বীকার করেনি? তারা তো

مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرِن تَظْهَرَاتُ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ ؕ قُلْ فَآتُوا

মিন্ ক্বব্লু ক্ব-লু সিহুর-নি তাজোয়া-হারা অ ক্ব-লু ~ ইন্না বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন্ । ৪৯ । ক্ব-লু ফা'তু  
বলেছিল, উভয়েই যাদু, পরস্পর সমর্থনকারী । আরো বলেছিল, আমরা প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি । (৪৯) আপনি বলুন,

بِكِتَابٍ مِّن عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَاِن

বিকিতা-বিম্ মিন্ ইন্দিলা-হি হুওয়া আহ্দা মিন্হমা ~ আত্তাবি'হু ইন্ কুনতুম্ হোয়া-দিক্বীন্ । ৫০ । ফাইল্  
আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আন, যা উভয়টি হতে উত্তম, তবে আমিই তা মানব, যদি সত্যবাদী হও । (৫০) অতঃপর তারা

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط وَمِن أَضَلِّ مِمَّنِ اتَّبَعَ

লাম্ ইয়াস্তাজীবু লাকা ফা'লাম্ আনামা- ইয়াত্তাবি'উনা আহুওয়া — য়াহম্ অমান্ আদোয়াল্লু মিম্মানিতাবা'আ  
যদি সাড়া না দেয়, তবে জানবেন যে, তারা কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব করে; যে আল্লাহর পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে

هُوَ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِّنَ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ

হাওয়া-হু বিগইরি হুদাম্ মিনাল্লা-হু; ইন্নালা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্ । ৫১ । অলাক্বদু  
তার চেয়ে বড় ভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না । (৫১) আর আমি তো

وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ

অহু ছোয়ালনা-লাহুমুল্ ক্বওলা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাতাক্করূন্ । ৫২ । আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা মিন্ ক্ববলিহী  
তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বাণী পৌঁছিয়েছি, যেন উপদেশ গ্রহণ করে । (৫২) আমি ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দিলাম, তারা

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا

হুম্ বিহী ইয়ু'মিনূন্ । ৫৩ । অইয়া-ইয়ুত্লা- 'আলাইহিম্ ক্ব-লু ~ আ-মান্না- বিহী ~ ইন্নাহুল্ হাক্কুল্ মির্ রব্বিনা ~  
এটা বিশ্বাস করে । (৫৩) তাদের কাছে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি, এটি রবের পক্ষ হতে সত্য,

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرْتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ

ইন্না-কুন্না-মিন্ ক্ববলিহী মুসলিমীন্ । ৫৪ । উলা — যিকা ইয়ু'তাওনা আজ্ রহম্ মাররাতাইনি বিমা-ছোয়াবারু অ  
আমরা তো এর পূর্বেও এটাকে মেনেছিলাম । (৫৪) তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে, আর তারা ভাল দ্বারা

يُدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

ইয়াদ্‌রাযূনা বিল্‌হাসানাতিস্ সাইয়িয়াতা অমিম্মা-রযাক্‌না-হুম্ ইয়ুন্ফিকূন্ । ৫৫ । অ ইয়া-সামি উল্ লাগুওয়া  
মন্দের মুকাবিলা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে; (৫৫) তারা যখন বাজে কথা শুনে,

أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ نَسَلِرْ عَلَيْكُمْ زَلَا نَبْتَغِي

আ'রদ্বু 'আনছ অক্-লু লানা ~ আ'মা-লুনা অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ লা-নাব্তাগিল্ তখন তা উপেক্ষা করে বলে, আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের; তোমাদের প্রতি সালাম। মূর্খদের সাথে

الْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

জ্বা-হিলীন। ৫৬। ইন্নাকা লা-তাহুদী মান্ আহ্বাব্বতা অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াহুদী মাই ইয়াশা — যু জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি আপনার প্রিয়কে পথ দেখাতে পারবেন না, বরং আল্লাহই ইচ্ছামত পথ দেখান,

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفَ مِنْ

অছওয়া আ'লামু বিলমুহতাদীন। ৫৭। অক্-লু ~ ইন্ নাত্তাবি'ইল্ হুদা- মা'আকা নুতাখতু ত্বোয়াফ্ মিন্ এবং তিনিই পথ প্রাপ্তদেরকে চেনেন। (৫৭) তারা বলে, তোমার সঙ্গে সৎপথ মানলে আমরা দেশ হতে বহিষ্কৃত হব: আমি

أَرْضِنَا ۖ وَلَمْ نَمَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا إِنَّمَا يَجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا

আর্দিনা-আওয়ালাম্ নুমাক্কিল্লাহুম্ হারমান্ আ-মিনাই ইয়ুজ্ব বা ~ ইলাইহি ছামার-তু কুল্লি শাইয়ির্ রিয়্কুম্ কি তাদেরকে নিরাপদ স্থান হারাম শরীফে জায়গা দেই নি? যেখানে রিলিফ স্বরূপ সকল প্রকার ফল আসে আমার পক্ষ থেকে?

مِن لِّدُنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ

মিল্লাদুনা-অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন। ৫৮। অকাম্ আহ্লাকনা মিন্ ক্বুরইয়াতিম্ বাত্বিরাৎ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়। (৫৮) আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের ধন সম্পদ

مَعِيشَتَهُمْ فَتِلْكَ مَسْجِنُهُمْ لَمْ يَسْكُنُوا مِنْ بَعْدِ هَرَمٍ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ

মাঈ'শাতাহা- ফাতিল্কা মাসা-কিনুহুম্ লাম্ তুস্কাম্ মিম্ বা'দিহিম্ ইল্লা-ক্বলীলা-; অকুনা-নাহনুল্ ভোগের জন্য গর্ব করত। এ গুলোই তাদের ঘরবাড়ি, তাই তাদের আবাস, পরে অল্প লোকই সেখানে ছিল; অবশেষে আমিই

الْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبِيعَتْ فِي أَمْرِ رَسُولٍ

ওয়া-রিছীন। ৫৯। অ মা-কা-না রব্বুকা মুহ্লিকাল্ ক্বুরা-হাত্তা-ইয়াব্ব'আছা ফী ~ উম্মিহা-রাসূলাই ওগুলোর অধিকারী হয়েছি। (৫৯) আপনার রব তো কোন জনপদ ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্র সমূহে আয়াত-পাঠক

শানেনুযুল : আয়াত-৫৬ : রাসুল্লাহ (ছঃ)-এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর সময় নবী কারীম (ছঃ) তাঁর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবু জাহেল, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখও উপস্থিত ছিল। হুযর (ছঃ) বললেন, চাচাজান, আপনি কলেমায়ে তৈয়্যব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ুন। আমি এর বলে আল্লাহর দরবারে আপনার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাব। উপস্থিত কাফেররা আবু তালিবকে বলল, তুমি কি জীবনের শেষ সময় আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ? হুযর (ছঃ) আপন বাক্য বারংবার উল্লেখ করতে থাকেন। আর তারাও নিজেদের কথা বলতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব বললেন, আমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত। কলেমায়ে তৈয়্যব তিনি পড়লেন না। এতে রাসুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত মনস্কুণ হলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বুখারী) লুবাবুনুকুলে যে শানেনুযুল বর্ণনা করা হয় তাতে আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর আলোচনা নেই। উল্লেখ্য যে, আবু তালিবের ইসলাম কবুল না করায় হযরত আলীর বংশধর এবং বিশেষভাবে রাসুল্লাহ (ছঃ)-এর অন্তরে যাতনার কারণ হয়। তাই সে সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মুসলিম শরীফের রেওয়াজেতে যদিও আয়াতটি আবু তালিবের ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে কিন্তু শব্দের ব্যাপকতায় অন্যান্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আয়াত-৫৭ : একদা হারেছ ইবনে উছমান ইবনে নওফেল নবী কারীম (ছঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা জানি, আপনার আনুগত্য করলে আমাদের উভয় জগত কল্যাণের হবে। কিন্তু, কি করি আপনার আনুগত্য করলে সমস্ত আরবই আমাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদের মুকাবিলা করতে আমরা অক্ষম। তারা আমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করবে। তাই আমরা ঈমান আনয়ন করা হতে বিরত রয়েছি। তখন আয়াতটি নাখিল হয়।



يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا

ইয়াত্লু 'আলাইহিম্ আ-ইয়াতিনা-অমা-কুনা-মুহ্লিকিল্ কুরা ~ ইল্লা-অআহ্লুহা-জোয়া-লিমূন্ । ৬০ । অমা ~  
রাসূল প্রেরণ করেন; আর আমি জনপদসমূহকে কেবল তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা জুলুম করতে থাকে । (৬০) তোমরা

أَوْ تَيْتَمِرُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ

উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা 'উল্ হা-ইয়া-তিদুনইয়া-অযীনাতুহা- অমা- 'ইন্দাল্লা-হি খইরু'ও অ  
যা কিছু পেলে তা তো কেবল তোমাদের পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা, পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই তা অপেক্ষা উত্তম

أَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ أَفَمِنْ وَعْدِنَا وَعَدَّ أَحْسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ

আব্বু-; আফালা- তা'ক্বিলূন্ । ৬১ । আফামা'ও অ'আদনা-হু ওয়া'দান্ হাসানান্ ফাহওয়া লা-ক্বীহি কামাম্ মাত্তা'না-হু  
ও স্থায়ী; তবুও কি তোমরা বুঝ না? (৬১) অতঃপর যাকে আমি উত্তম-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির

مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ

মাতা- 'আল হা-ইয়া-তিদু দুন্ইয়া- ছুমা হওয়া ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি মিনাল্ মুহ্বোয়ারীন্ । ৬২ । অ ইয়াওমা  
সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়ে রেখেছি, অতঃপর পরকালে তাদেরকে অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) সেদিন

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ

ইয়না-দী হিম্ ফাইয়াক্বুলু আইনা শুরকা — ইইয়া ল্লাযীনা কুন্তুম্ তায'উমূন্ । ৬৩ । ক্ব-লাল্লাযীনা হাক্ব্বা  
তাদেরকে ডেকে আলাহ যখন বলবেন, যাদেরকে তোমরা শরীক মনে করতে তারা এখন কোথায়? (৬৩) শাস্তির যোগ্যরা বলবে,

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا

'আলাইহিমুল্ ক্বওলু রব্বানা-হা ~ উলা — যিল্লাযীনা আগওয়ইনা-আগওয়ইনা-হুম্ কামা- গওয়ইনা-তাবার্র'না ~  
হে আমাদের রব! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছি, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। আমরা আপনার কাছে সমীপে দায় মুক্ত হতে

إِلَيْكَ نَمَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٤﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم

ইলাইকা মা-কা-নূ ~ ইয়্যা-না-ইয়া'বুদূন্ । ৬৪ । অক্বীলাদ'উ শুরাকা — যাকুম্ ফাদা 'আওহুম্  
চাই; এরা আমাদের পূজা করে নি । (৬৪) আর তাদেরকে বলা হবে শরীকদের আহ্বান কর; তখন তারা তাদের আহ্বান

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٥﴾ وَيَوْمَ

ফালাম্ ইয়াস্তাজীবু লাহুম্ অরয়ায়ুল্ 'আযা-বা লাও আন্লাহুম্ কা-নূ ইয়াহুতাদূন্ । ৬৫ । অ ইয়াওমা  
করবে, কিন্তু তারা সাড়া দেবে না, তারা শাস্তি দেখবে, কতই না উত্তম হত, যদি তারা সৎপথে চলত! (৬৫) সেদিন আল্লাহ

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾ فَعِمِيتَ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ

ইয়না-দীহিম্ ফাইয়াক্বুলু মা-যা ~ আজাবতুমুল্ মুরসালীন্ । ৬৬ । ফা'আমিয়াত্ 'আলাইহিমুল্ আম্বা — যু ইয়াওমায়িযিন্  
তাদেরকে ডেকে বলবেন, "রাসূলদেরকে কি উত্তর দিলে?" (৬৬) সেদিন সকল তথ্য তাদের জন্য অস্পষ্ট হবে, পরস্পর

فَهْمٌ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَمَا مِنْ تَابٍ وَآمِنٍ وَعَمِلٍ صَالِحٍ فَاعْسَىٰ أَنْ يَكُونَ

ফাহ্ম লা-ইয়াতাসা — যালূন্ । ৬৭। ফা আম্মা-মান্ তা-বা অআ-মানা অ 'আমিলা হোয়া-লিহান্ ফা'আসা ~ আই ইয়াকূনা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) অতঃপর যে তওবা করল, ঈমান আনল, এবং নেক আমল করল সে ভাল করল,

مِنَ الْمَفْلُحِينَ ﴿٧٠﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ

মিনাল্ মুফ্লিহীন । ৬৮। অরব্বুকু ইয়াখলুকু মা-ইয়াশা — যু অইয়াখ্ তা-র; মা-কা-না লাহুমুল্ খিয়ারহ্; সে-ই সফল্ 'ম। (৬৮) আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের হস্তক্ষেপ

سَبَّحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧١﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا

সুবহা-নাল্লা-হি অতা'আলা-আম্মা ইয়ুশরিকূন্ । ৬৯। অ রব্বুকু ইয়া'লামু মা-তুকিনূ ছুদূরুহুম্ অমা-করার কিছু নেই, আর আল্লাহ শিরক মুক্ত ও মহান। (৬৯) এবং রব জানেন, আর যা তারা গোপন করে এবং যা তারা

يَعْلَمُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرَةُ ۗ زَوَّلَهُ

ইয়ু'লিনূন্ । ৭০। অহওয়াল্লা-হ্ লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হ্য়া; লাহুল্ হাম্দু ফিল্ উলা-অন্আ-খিরতি অলাহুল্ প্রকাশ করে। (৭০) আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ইহ-পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই, তাঁরই

الْحِكْمَ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴿٧٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الِئِيلَ سُرْمًا

হুকুম্ অইলাইহি তুরজা'উন্ । ৭১। কুল্ আরায়াইতুম্ ইন্জা'আলাল্লা-হ্ 'আলাইকুমুল্ লাইলা সার্মাদান্ বিধান তোমরা তাঁরই কাছে যাবে। (৭১) বলুন, তোমরা কি ভেবেছ, আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত যদি রাতকে স্থায়ী করেন, তবে

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٤﴾ قُلْ

ইলা-ইয়াওমিল্ কিয়া-মাতি মান্ ইলা-হন্ গইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিছিয়া — য়; আফালা-তাস্মা'উন্ । ৭২। কুল্ আরয়াইতুম্ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ আছে, যে আলোতে আনতে পারবে? তবুও কি তোমরা শ্রবণ করবে না? (৭২) বলুন, তোমরা ভেবে

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُرْمًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ

ইন্ জা'আলাল্লা-হ্ 'আলাইকুমু ন্নাহা-র সার্মাদান্ ইলা-ইয়াওমিল্ কিয়া-মাতি মান্ ইলা-হন্ দেখেছ কি, দিনকে যদি একাধারে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ আছে, যে রাত আনতে,

يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۗ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٧٥﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ

গইরুল্লা-হি ইয়া'তীকুম্ বিলাইলিন্ তাস্কুনূনা ফীহ্; আফালা-তুব্বহিরূন্ । ৭৩। অমির্ রহমাতিহী জা'আলা পারবে, যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা দেখ না? (৭৩) আর আমিই স্বীয় দয়ায় তোমাদের জন্য রাত-দিন

আয়াত-৬৮ঃ সৃষ্টি কর্মে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারীর ক্ষেত্রেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। কতিপয় তাফসীরবিসারদের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির মধ্য হতে ইচ্ছামত কাউকে সম্মান প্রদানের জন্য মনোনীত করেন। মুশরিকরা বলত এ কোরআন আরবের দুটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি নামিল করা হল না কেন? একজন পিতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি নামিল করার রহস্য কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, যে সৃষ্টা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বিশেষ সম্মান দানের জন্য কাউকে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রশ্নাবের অনুসারী হবেন কেন? যে, অমুক ব্যক্তি যোগ্য আর অমুক ব্যক্তি অযোগ্য? (মাঃ কোঃ)

لَكُمْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \*

লাকুমুল্ লাইলা অন্নাহা-র লিতাস্কুনু ফীহি অলিতাব্তাগু মিন্ ফাদ্বলিহী অ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরুন্ ।  
সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং যেন তাঁর প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করতে পার, আর কৃজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ وَنَزَعْنَا

৭৪ । অ ইয়াওমা ইয়ুনা-দীহিম্ ফাইয়াকুলু আইনা শুরাকা — যিয়াল্ লাযীনা কুনতুম্ তায্'উমূন্ । ৭৫ । অনাযা'না-  
(৭৪) সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরীক মনে করতে, তারা এখন কোথায়? (৭৫) আর আমি

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقَلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنْ الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ

মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাকুল্লা- হা-তু বুরহা-নাকুম্ ফা'আলিমূ ~ আন্লা হাক্ ক্ব লিল্লা-হি অছোয়াল্লা  
তখন প্রত্যেক গোষ্ঠি হতে এক একজন সাক্ষী এনে বলব, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর । তখন তারা জানবে যে, আল্লাহর

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ

'আনহুম্ মা-কা-নু ইয়াফতারুন্ । ৭৬ । ইন্না ক্বা-রুনা কা-না মিন্ ক্বাওমি মূসা- ফাবাগ-'আলাইহিম্  
কথাই সত্য, মনগড়া সব বস্তু বিলুপ্ত হয়ে যাবে । (৭৬) কারুন-মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, গর্ব করত; আমি তাকে এত অধিক

وَأْتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنْ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوبًا بِالْعَصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

অআ-তাইনা-হু মিনাল্ কুনূযি মা ~ ইন্না মাফা-তিহাহু লাতানু ~ বিল্'উছ্বাতি উলিল্ ক্ব'ওয়াতি  
পরিমাণ ধনভাণ্ডার প্রদান করেছিলাম । যার চাবি একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল । স্মরণ কর যখন তাকে

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٩٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

ইয্ ক্ব-লা লাহু ক্ব'ওমুহু লা-তাফরাহ্ ইন্নালা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফারিহীন্ । ৭৭ । অব্তাগি ফীমা ~ আ- তা-কাল্  
তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি দস্ত করো না, আল্লাহ দাঙ্কিকদের ভাল বাসেন না । (৭৭) আর আল্লাহ তোমাকে যা

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

লা-হুদ্ দা-রল্ আ-খিরতা অলা- তান্সা নাছীবাকা মিনাদ্দুনইয়া-অআহসিন্ কামা ~ আহসানাল্লা-হু  
দিয়েছেন তা দ্বারা পরকাল খোঁজ কর । এ দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য ভুলো না; পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমার

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ

ইলাইকা অলা-তাব্গিল্ ফাসা-দা ফিল্ আরড়্; ইন্নালা-হা-লা- ইয়ুহিব্বুল্ মুফসিদীন্ । ৭৮ । ক্ব-লা  
প্রতি যেমন অন্ধ্রহ করেছেন । যমীনে বিপর্যয় চেয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না । (৭৮) কারণ বলল,

إِنَّمَا أَوْتَيْتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

ইন্নামা ~ উ তীতুহু 'আলা- 'ইলমিন্ 'ইন্দী; আওয়ালাম্ ইয়া'লাম্ আন্লালা-হা ক্বদ্ আহ্লাকা মিন্ ক্ববলিহী  
এসব তো আমি আমার বুদ্ধি দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েছি । সে কি এটা জানত না যে, তার পূর্বে আল্লাহ অনেক মানব গোষ্ঠিকে

مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرَ جَمَاعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ

মিনাল্ কু রুনি মান্ হওয়া আশাদ্দু মিন্হ কু ওয়াতাও অআক্হাৰু জ্বাম্'আ-; অলা-ইয়ুস্য়ালু 'আন্ য়ুন্বিহিমুল্ ধ্বংস করেছেন যারা শক্তি ও সম্পদে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল? আর অপরাধীকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ

মুজ্ব্ রিমূন্ । ৯৯ । ফাখরজ্বা 'আলা-ক্বওমিহী ফী যীনাতিহী; ক্ব-লাল্লাযীনা ইয়ুরীদূনাল্ হাইয়া-তাদ্ করা হবে না । (৯৯) অতঃপর সে (কারুণ) জাঁকজমকভাবে তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হল পার্থিব স্বার্থান্বেষীরা

الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَنَدُوٌّ حَظِيظٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٠﴾ وَقَالَ

দুনইয়া- ইয়া-লাইতা লানা-মিছ্লা মা ~ উতিয়া ক্ব-রানু ইন্নাহু লাযু হাজ্জিন্ 'আজীম্ । ১০০ । অক্ব-লাল বলল, কতই না উত্তম হত কারুনের মত যদি আমাদেরকে দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! (১০০) আর যাদেরকে জ্ঞান

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

লাযীনা উ তুল্ ইল্মা অইলাকুম্ ছাওয়াবু ল্লা-হি খইরুল্লিমান্ আ-মানা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঠিক তোমাদের! মু'মিন ও নেককারদের জন্য আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম ১ আর উত্তম প্রতিদান

وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿١٠١﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِءَاثِرِ الْأَرْضِ فَحَمَّا كَانَ

অলা-ইয়ুলাক্ব্ ক্ব-হা ~ ইল্লাছ্ ছোয়া-বিরূন্ । ১০১ । ফাখসাফনা বিহী অবিদা-রিহিল্ আরছোয়া ফামা- কা-না তারাই পাবে যারা ধৈর্যশীল । (১০১) অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূতলে ধ্বসিয়ে দিলাম ২; তখন তার স্বপক্ষে

لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

লাহু মিন্ ফিয়াতিই ইয়ান্ ছুরূনাহু মিন্ দূনিলা-হি অমা-কা-না মিনাল্ মুন্তাছিরীন্ । এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে, এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি ।

﴿١٠٢﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ

১০২ । অ আছুবাহাল্লাযীনা তামান্নাও মাকা-নাহু বিল্ আম্সি ইয়াক্ব লূনা অইকায়ান্নাল্লা- হা ইয়াব্সুতুর্ (১০২) এবং যারা আগে তার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল তারা বলতে লাগল, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ

রিযক্বা লিমাই ইয়াশা — যু মিন্ 'ইবা-দিহী অইয়াক্ব্ দিরু লাত্বলা ~ আশ্বান্নাল্লা-হ্ 'আলাইনা- লাখসাফা তাকে প্রচুর রিযিক প্রদান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন; আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমাদেরও ধ্বংসাতেন,

আয়াত-৮০ : টীকা-(১) অত্র আয়াতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, পার্থিব ভোগ-বিলাস কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয় । আলেমদের লক্ষ্য সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে । (মাঃ কোঃ) টীকা-(২) মুসা (আঃ) কারুনকে প্রতি একশ' স্বর্ণ মুদ্রায় একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা যাকাত প্রদান করতে বলতেন । হিসাব করে দেখল যে, যাকাতের জন্য তাকে বহু মুদ্রা প্রদান করতে হবে । অবশেষে তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, একটি দুশ্চরিত্রা মহিলার দ্বারা কওমের সম্মুখে বলাব যে, মুসা উক্ত মহিলার সাথে যেনা করেছে । মুসা ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাস করলে সে অস্বীকার করল । এ সম্বন্ধে মুসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে ভূমি কারুণকে গিলে ফেলল । অতঃপর তার সমস্ত ধন তার মাথার উপর ঢালা হল যমীন তাও গিলে ফেলল । (বঃ কোঃ)

بِنَاءٍ وَيَكُنْ لَهُ لَأَيُّفَلِحَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ

বিনা-; অইকায়ান্নাহু লা-ইয়ুফলিহুল্ কা-ফিরূন্। ৮৩। তিল্কাদ্দা-রফ্ল্ আ-খিরত্ নাজ্ আলুহা- লিল্লাযীনা দেখলে তো! কাফেররা কখনো সফল নয়। (৮৩) আমি তাদের জন্যই পরকালের ঘরটি নির্ধারিত করেছি, যারা যমীনে

لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾ مِّنْ جَاءِ

লা-ইয়ুরীদূনা উলুওয়্যান্ ফিল্ আরডি অলা-ফাসা-দা-; অন্'অক্বিবাত্ লিল্মুত্তাক্বীন্। ৮৪। মান্ জ্বা — যা অহংকারী হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আকাঙ্ক্ষী নয়, আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য। (৮৪) যে ব্যক্তি সংকর্মে

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا

বিল্ হাসানাতি ফালাহু খইরূম্ মিন্হা-অমান্ জ্বা — যা বিস্‌সাইয়িয়া-তি ফালা- ইয়ুজ্ যা ল্লাযীনা 'আমিলুস্ করবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল অর্জন করবে; আর যারা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে তারা সে পরিমাণ ফলই প্রাপ্ত হবে যে

السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِكَ إِلَى

সাইয়িয়া-তি ইল্লা-মা কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৮৫। ইল্লা ল্লাযী ফারাদ্বোয়া 'আলাইকাল্ ক্বুর'আ-না লার — দুকা ইলা- পরিমাণ তারা করত। (৮৫) যিনি কোরআনকে আপনার জন্য বিধান করলেন তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে

مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ وَمَا

মা'আ-দ; ক্বুর্ রব্বী ~ আ'লামু মান্ জ্বা — যা বিল্হুদা-অমান্ হুওয়া ফী হ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৮৬। অমা- আনবেন। আপনি বলুন, কে সুপথ নিয়ে এসেছে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, রবই তা ভাল জানেন। (৮৬) আপনি এরূপ

كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ

কুন্তা তারজ্ ~ আই ইইয়ুল্ ক্বু ~ ইলাইকাল্ কিতা-বু ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা ফালা- তাকূনান্না আশা করেন নি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, এটা তো আপনার রবের রহমত; অতএব আপনি কখনও

ظَهِيرَ الْكَافِرِينَ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصْدُوكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَعْدَ

জোয়াহীরল্ লিল্ কা-ফিরীন্। ৮৭। অলা-ইয়াহুদ্দুন্নাকা 'আন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বা'দা ইয্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ'উ কাফেরদের সহায় হবেন না। (৮৭) আপনার প্রতি আলাহর আয়াত নাযিলের পর তারা যেন নিবৃত্ত না করে, আপনি

إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٢﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا

ইলা-রব্বিকা অলা-তাকূনান্না মিনাল্ মুশরিকীন্। ৮৮। অলা-তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর্ লা ~ আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন, এবং মুশরিক হবেন না। (৮৮) আর আপনি আলাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে

إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَتَّكِلُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا هَلَكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهَ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٣﴾

ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া কুল্ল্ শাইয়িন্ তা-লিকুন ইল্লা -অজ্ হাহ্; লাহুল্ হুক্মু অইলাইহি তুরজ্'আ উন্। ডাকবেন না, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সবই ধ্বংসশীল; হুকুম তাঁরই, তাঁর কাছে ফিরতে হবে।

সূরা 'আনকাবুত'  
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম  
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত : ৬৯  
রুকু : ৭

الْكَافِرُونَ ۝ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \*

১। আলিফ্ লা — ম মী — ম। ২। আহসিবান্না-সু আই ইয়ুত্ রকু ~ আই ইয়াকু লু ~ আ-মন্ন।- অহ্ম লা-ইয়ুফ্তান্নু।  
(১) আলিফ্ লাম্ মীম্ (২) মানুষে কি ধারণা করে যে, তারা পরীক্ষা ছাড়াই ঈমান আনলাম বললেই পার পেয়ে যাবে?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

৩। অলাকদ্ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন্ ক্বলিহিম্ ফালাইয়া'লামান্নাল্লা-হুল্ লায়ীনা ছোয়াদাক্ অলাইয়া'লামান্নাল্  
(৩) নিশ্চয়ই আমি পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন যারা সত্যবাদী তাদেরকে এবং

الْكٰذِبِينَ ۝ أَمْ أَحْسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۗ سَاءَ مَا

কা-যিবীন্। ৪। আম্ হাসিবান্নাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়িয়া-তি আই ইয়াস্বিকূনা-; সা — যা মা-  
যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে। (৪) পাপীরা কি মনে করে যে, তারা আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত

يَحْكُمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ

ইয়াহ্ কুমূন্। ৫। মান্ কা-না ইয়ারজু লিক্ — যাল্লা-হি ফাইন্না আজ্জালান্না-হি লায়।-ত্; অহওয়াস্ সামী উল্  
কতই না খারাপ। (৫) যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকামী তারা জেনে রাখুন, আল্লাহর সেই নির্দিষ্টকাল অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু

الْعٰلِمِ ۝ وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلِمِينَ \*

'আলীম্। ৬। অ মান্ জ্জা-হাদা ফাইন্নায়া ইয়ুজ্জা-হিদু লিনাফ্ সিস্হ; ইন্নালা-হা লাগানিইয়ুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন্।  
জেনে, সবকিছু জানেন। (৬) আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে তো নিজের জন্যই পরিশ্রম করে, আল্লাহ বিশ্বাসী হতে অমুখাপেক্ষী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

৭। অল্লাযীনা আ- মান্ অ'আমিনূছ ছোয়া-লিহা-তি লানুকাফ্ ফিরন্না 'আনহ্ম সাইয়িয়া-তিহিম্ অলানাজ্ যিয়ান্নাহ্ম আহসানাল্  
(৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের পাপসমূহ অবশ্যই আমি মিটিয়ে দেব আর তাদের কর্মের

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ

লাযী কা-নু ইয়া'মালূ ন্। ৮। অ অহুছোয়াইনাল্ ইনসা-না বিওয়া-লিদাইহি হস্না-; আইন্ জ্জা- হাদা-কা  
উত্তম ফল দেব। (৮) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি শরীক করে,

নামকরণ : আনকাবুত-অর্থ উর্গনাভ, মাকড়সা। সূরার এ নামকরণের উদ্দেশ্য হল, অবিশ্বাসী ও মুশরীকরা যতই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হোক না কেন, তাদের ভিত্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাস মাকড়সা নিমিত্ত গৃহের ন্যায় অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। সত্যের ফুৎকারে মাকড়সার জালের মত তা মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কালক্রান্ত স্বর্গীয় সত্যের দিগন্ত প্রসারী আলোক বতীকার সামনে এ অন্ধকারের আবর্জনা কখনো টিকে থাকতে পারবে না; কিন্তু সত্যদানের এ অবশ্যজ্ঞাবী মহাবিজয়ের পূর্বে মুসলমানদেরকে অতি কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তাদের ওপর আল্লাহর করুণা নেমে আসবে। তারা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-অনাচার নির্যাতন নিবারণ করে তাদের ওপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে এবং অবিশ্বাসীদের অলীক ভ্রান্ত-বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী মাকড়সার জালের মত পৃথিবীর বুকে থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সূত্রান্ত উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অভিযুক্তি অনুসারে আলোচ্য সূরার 'আনকাবুত' নামকরণ যথার্থ হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

لَتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا

লিতুশরিকা বী মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্মুন ফালা-তুতি'হমা-; ইলাইয়্যা মারজিউ'কুম্ ফায়ুনাবিযুকুম্ বিমা-  
বল প্রয়োগ করে; তবে তা আনগত্য করবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে; তোমাদেরকে তোমাদের

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ \*

কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৯। অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছুছোয়া-লিহা-তি লানুদখিলান্নাহুম্ ফিছুছোয়া-লিহীন্।  
কৃতকর্মের খবর দেয়া হবে। (৯) আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে দলভুক্ত করব পুণ্যবানদের।

﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً

১০। অমিনান্না-সি মাই ইয়াক্বূ লু আ-মান্না- বিল্লা-হ্; ফাইয়া ~ উযিয়া ফিল্লা-হি জ্বা'আলা ফিত্নাতান  
(১০) কতক লোক এমনও আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে কষ্ট পায় তখন তারা

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

না-সি কা'আযা-বি ল্লা-হি অলায়িন্ জ্বা — যা নাছুরুম্ মির্ রব্বিকা লাইয়াক্বূ লুনা ইনা-কুন্না-মা'আকুম্  
মানুষের পক্ষ থেকে কষ্টকে আল্লাহর শক্তির মত মনে করে, যখন তাদের রবের সাহায্য আসে তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

আওয়া লাইসাল্লা-হ্ বি আ'লামা বিমা-ফী ছুদুরিল্ 'আ-লামীন্। ১১। অ লাইয়া'লামান্নাল্লা-হ্ ল্লাযীনা আ-মানূ  
আছে; বিশ্বাসীর মনের বিষয় কি আল্লাহ অবগত নন? (১১) আর আল্লাহ অবশ্যই অবগত হবেন, যারা ঈমান এনেছে

وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا

অ লাইয়া'লামান্নাল্ মুনা-ফিক্বীন্। ১২। অক্ব- লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ তাবি'উ সাবীলানা-  
তাদেরকে এবং যারা মুনাফিক তাদেরকেও। (১২) আর কাফেররা মু'মিনদের বলে, 'আমাদের পথে আগমন কর, আমরা

وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُمْ

অল্ নাহমিল্ খাত্বোয়া-ইয়া-কুম্; অমা-হুম্ বিহা-মিলীনা মিন্ খাত্বোয়া-ইয়া-হুম্ মিন্ শাইয়িন ইনাহুম্  
তোমাদের পাপ বহন করব।' অথচ তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে না; তারা

لَكِن بُونَ ﴿١٣﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ

লাকা-যিবূন্। ১৩। অ লাইয়াহমিলুনা আছুক্ব-লাহুম্ অআছুক্ব-লাম্ মা'আ আছুক্ব-লিহিম্ অলাইযুসয়ালুনা ইয়াওমাল্  
মিথ্যাবাদী। (১৩) এবং তারা নিজেদের ভারের সঙ্গে আরও ভার বহন করবে, তাদের মিথ্যা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন

الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ آلَفَ

কিয়া-মাতি 'আম্মা- কা-নূ ইয়াফতারূন্। ১৪। অ লাক্বুদ্ আর্সাল্না- নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ফালাবিছা ফীহিম্ আল্ফা  
তাদেরকে নিশ্চয়ই প্রমাণ করা হবে। (১৪) নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছি, তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার



سَنَةِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَ هُمُ الطُّوفَانَ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿١٥﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

সানাতিন্ ইল্লা-খাম্বসীনা আ'মা-; ফাআখযাহুমুত্বু ত্বু ফা- নু অহুম্ জোয়া-লিম্ নু । ১৫ । ফাআনজ্বাইনা-হু  
বহুর অবস্থান করেছিলেন । অতঃপর মহাপ্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে । তারা বড়ই জালিম ছিল । (১৫) অতঃপর আমি তাকে ও

وَأَصْحَابِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

অআছ্বাহ-বাস্ সাফীনাতি অজ্বা'আল্না-হা ~ আ-ইয়াতাল্ লিল্'আ-লামীন্ । ১৬ । অইব্র-হীমা ইয্ ক্ব-লা  
যারা নৌকারোহী ছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি; আর বিশ্বের জন্য করেছি নিদর্শন । (১৬) আর স্মরণ কর ইব্রাহীমকেও; যখন তার

لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا

লিক্বওমিহি' বুদু ল্লা-হা অত্রাক্ব হু; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুনতুম্ তা'লামূন্ । ১৭ । ইন্নামা-  
সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, তাকে ভয় কর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে । (১৭) নিশ্চয়ই তোমরা

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ

তা'বুদূনা মিন্ দূনিলা-হি আওছা-নাও অ তাখলুক্ব না ইফক-; ইন্নাল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন্  
তো আল্লাহ ছাড়া কেবল মূর্তি পূজা করছ, মিথ্যা উদ্ভাবন করছ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর তারা তোমাদেরকে

دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا

দূ নিলা-হি লা-ইয়ামলিকূনা লাকুম্ রিয়ক্বন্ ফাব্তাগূ ইন্দা ল্লা-হির্ রিয়ক্ব ওয়া'বুদূহু  
রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না । সূতরাং তোমরা আল্লাহরই নিকট রিযিক প্রার্থনা কর, এবং তাঁরই ইবাদাত কর, এবং তারই

وَأَشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

অশ্কুরূ লাহু; ইলাইহি তুরজ্বা'উন্ । ১৮ । অ ইন্ তুকাযযিব্ব ফাক্বদ কাযযাবা উমামুম্ মিন্  
প্রতি কৃতজ্ঞ হও । তাঁরই কাছে তোমরা তোমাদের ফিরে যেতে হবে । (১৮) এবং যদি আম্মাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জেনে রেখ,

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

ক্ব্বলিকুম্ অমা-আলার্ রসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ যুবীন্ । ১৯ । আওয়া লাম্ ইয়ারাও কাইফা ইয্বুদ্বিযুল্লা-হুল্  
তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছে; রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া । (১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

খল্ক্ব ছুম্মা ইয্বুদ্বি'দুহু; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্ । ২০ । ক্বুল্ সীর্ ফিল্ আর'ডি  
প্রথমে সৃষ্টি করে তারপর তাকে পুনঃ সৃষ্টি করেন? অবশ্য এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ । (২০) আপনি বলুন, তোমরা দুনিয়ায় ভ্রমণ

আয়াত-১৬ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধীতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে । এ আয়াতসমূহে  
নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সাবুনা দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে ।  
উদ্দেশ্য, প্রাচীন কাল হতেই সত্য পন্থীদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে । কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তারা কখনও সাহস  
হারা হন নি । সূতরাং আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের কোন জোয়াক্বা করবেন না এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যান ।  
এ সূরার শেষে হযরত নূহ, ইব্রাহীম ও লূত (আঃ) সহ আরও কয়েকজন নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে । এটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাঁর উম্মতের  
জন্ম এবং তাদেরকে দীনের কাজে সুদৃঢ় রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে । (মাঃ কোঃ)

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

ফানজুরু কাইফা বাদায়াল্ খল্কু ছুমাল্লা-হু ইয়ুনশিয়ুন নাশ্যাতাল্ আ-খিরহু; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-  
কর, এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? পরে আবার আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَيَعِزُّ بِمَنْ يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ \*

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্ । ২১ । ইয়ু আযযিবু মাই ইয়াশা — যু অইয়ারহামু মাই ইয়াশা — যু অইলাইহি তুকু লাবুন্ ।  
শক্তিমান । (২১) আর যাকে ইচ্ছা তিনি শক্তি দেন, আর যার প্রতি ইচ্ছা করুণা করেন, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে ।

۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

২২ । অমা ~ আনতুম্ বিমু'জ্জিযীনা ফিল্ আর্দি অলা-ফিস্ সামা — যি অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিলা-হি  
(২২) তোমরা আল্লাহকে না অক্ষম করতে পারবে, যমীনে; আর না আকাশে, আল্লাহ ছাড়া না তোমাদের বন্ধু আছে,

مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-নাহীর্ । ২৩ । অল্লাযীনা কাফারু বিআ-ইয়া তিল্লা-হি অলিক্বা — যিহী ~ উলা — যিক্বা  
আর না আছে কোন সাহায্যকারী (২৩) এবং যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারাই আমার

يَسْئَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

ইয়ায়িসু মির্ রহ্মাতী অউলা — যিক্বা লাহম্ 'আযা-বুন্ আলীম্ । ২৪ । ফামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~  
দয়া থেকে নিরাশ হয়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি । (২৪) তখন তার (ইব্রাহীমের) সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোন

إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ইল্লা ~ আন্ ক্ব-লুকু তুলূহ্ আও হাররিক্ব্ হু ফাআনজ্বা-হুল্লা-হু মিনা ন্না-র্; ইন্না ফী যা -লিকা  
উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর বা জ্বালাও' অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন, এ ঘটনার মধ্যে

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিই ইয়ু'মিনূন্ । ২৫ । অ ক্ব-লা ইন্নামা জ্বাখাযতুম্ মিন্ দূনিলা-হি আওছা-নাম্  
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে । মু'মিনদের জন্য । (২৫) এবং (ইব্রাহীম) বলল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য

مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

মাঅদ্দাতা বাইনিকুম্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুনইয়া-ছুম্মা ইয়াওমাল্ কিয়া-মাতি ইয়াক্ফুরু বা 'দুকুম্ বিবা'দিও  
তোমরা মৃত্যুকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে, পরে তোমরা কেয়ামতের দিবসে একে অপরকে অস্বীকার করবে,

وَيُلَعَنُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَأَمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّنْ نَّصَرِي ۝ فَمَنْ

অইয়াল্'আনু বা'দুকুম্ বা'দোয়্যিওঁ অমা'ওয়া-কুম্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ না- ছিরীন্ । ২৬ । ফাআ-মানা  
এবং একজন আরেক জনকে লানত দেবে । তোমাদের আবাস অগ্নি, তোমাদের সহায় নেই । (২৬) লূত তাঁকে বিশ্বাস:

لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا

লাহু লূত্ । অক্-লা ইনী মুহা-জিরূন্ ইলা-রব্বী; ইন্নাহু হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ । ২৭ । অ অহাবনা-  
করল, ইব্রাহীম বলল, আমার রবের উদ্দেশ্যে আমি হিজরত করছি নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ । (২৭) আর আমি

لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ

লাহু ~ ইসহা-ক্ অ ইয়া'কুব বা অজ্জা'আল্না-ফী যুররিয়াতিহিন্ নুবুওয়্যাতা অল্কিতা-বা অআ-তাইনা-হু আজ্জু-রহু  
ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কুব দান করলাম, তার বংশে দিলাম নবুওয়্যাত ও কিতাব, এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কার

فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

ফিদ্দুনইয়া- অইন্নাহু ফিল্ আ-খিরতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্ ২৮ । অলুত্বোয়ান্ ইয্ ক্-লা লিক্ওমিহী ~  
প্রদান করলাম; আর আখেরাতেও সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে । (২৮) আর লূতকেও স্মরণ কর; যখন সে তার সম্প্রদায়কে

انكروا لئن آتاكم الفاحشة فما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴿٣١﴾ انكروا

ইন্না'কুম্ লা'তা'ত্বানা'ল্ ফা-হিশাতা মা-সাবাক্বাকুম্ বিহা-মিন্ আহাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্ । ২৯ । আয়িন্নাকুম্  
বলল, তোমরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত রয়েছে, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর বৃকে আর কেউ করে নি । (২৯) তোমরা কি

لئن آتاكم رجالا وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان

লা'তা'ত্বান্ রিজ্বা-লা অতাক্ব্ ছোয়া'উনাস্ সাবীলা অ তা'ত্বানা ফী না-দীকুমুল্ মুনকার্; ফামা-কা-না  
পুরুষের কাছে ছুটে যাও? তোমরা কি সন্ত্রাস কর আর তোমাদের মজলিসে (প্রকাশ্যে) ঘণ্যকর্ম করে থাক? উত্তরে

جواب قومهم إلا أن قالوا اتتنا بعد أب الله إن كنت من الصديقين \*

জ্বাওয়া-বা ক্ওমিহী ~ ইন্না ~ আন্ ক্-লু' তিনা-বি'আযা-বিল্লা-হি ইন্ কুনতা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্ ।  
তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার আযান আনয়ন কর ।

﴿٣٠﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ﴿٣١﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

৩০ । ক্-লা রব্বিন্ ছুরনী 'আ-লাল্ ক্ওমিল্ মুফসিদীন্ । ৩১ । অ লাম্মা-জ্বা — যাত্ রুসুলুনা ~ ইব্রা-হীমা  
(৩০) বলল, হে আমার রব! দুষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর । (৩১) এবং যখন দূতরা ইব্রাহীমের কাছে

بالبشرى فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين \*

বিল্ বুশর-ক্-লু ~ ইন্না-মুহ্লিক্ ~ আহ্লি হা-যিহিল্ ক্বইয়াতি ইন্না-আহ্লাহা-কা-নু জোয়া-লিমীন্ ।  
সুখবর নিয়ে উপনীত হল তখন তারা বলল, এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা জালিম ।

আয়াত-২৫ : হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাগ্নেয় । নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইব্রাহীম (আঃ) এর মু'জিয়া দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে হিজরত করেন । (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৬ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম পয়গাম্বর যাকে ধীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল । পাঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন । এ হিজরতে তাঁর সারা (আঃ) ও ভাগ্নেয় লূত (আঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন । (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৭ঃ এই আয়াত হতে জানা গেল যে, কোন কোন সংকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় । কেননা, আল্লাহ বলেছেন, আমি ইব্রাহীম (আঃ) এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সংকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি । ইছদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবী করে । (মাঃ কোঃ)

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا رَبُّنَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

৩২। ক্ব-লা ইন্না ফীহা- লুত্বোয়া-; ক্ব-লু নাহনু আ'লামু বিমান্ ফীহা-লানুনাঞ্জিয়ান্নাহু অআহ্লাহু ~ ইল্লাম্ (৩২) বলল, সেখানে তো লুত আছে, তারা বলল, সেখানে কে আছে, আমরা তো জানি। তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব,

أَمْرًا تَهُوَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِم

রায়াতাহু কা-নাত্ মিনাল্ গ-বিরীন্। ৩৩। অ লাম্মা ~ আন্ জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা-লুত্বোয়ান্ সী — য়া বিহিম্ কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। কেননা, সে পশ্চাতী। (৩৩) এবং যখন দূতরা (ফেরেশতারা) লুতের কাছে আসে, তখন সে চিন্তিত হল,

وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا

অ দ্বোয়া-ক্ব বিহিম্ য়ার'আও অ ক্ব-লু লা-তাখফ্ অলা-তাহয়ান্ ইন্না- মুনাঞ্জু কা অআহ্লাকা ইল্লাম্ তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম ভাবল, তারা বলল, ভয় পেয়ো না, আর দুঃখ করো না; তোমার স্ত্রী ছাড়া তোমাকে ও তোমার

أَمْرًا تَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّا مَنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّن

রায়াতাকা কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন্। ৩৪। ইন্না মুনযিলুনা 'আলা ~ আহ্লিল্ হা-যিহিল্ কুরইয়াতি রিজ্জ্ যাম্ মিনাস্ পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করব। কেননা সে, পশ্চাত্বর্তীনী। (৩৪) আর এ জনপদবাসীর ওপর আকাশ থেকে অবশ্যই

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \*

সামা ~ য়ি বিমা-কা-নুইয়াফসুকুন্। ৩৫। অলাক্বু তারক্বনা-মিন্হা ~ আ-ইয়াতাম্ বাইয়িনাতা ল্লিক্বওর্মিই ইয়া'ক্বিলুন্। শান্তি প্রেরণ করব, কেননা, তারা পাপী ছিল। (৩৫) এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এ জনপদে সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখলাম।

﴿٣٦﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لَّقَالِ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ

৩৬। অ ইলা-মাদইয়ানা আখ-হুম্ ও'আইবা-ন্ ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বওর্মি'বুদুল্লা-হা অরজুল্ ইয়াওমাল্ আ-খির (৩৬) এবং আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শূয়াইবকে পাঠিয়েছি; বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, এবং

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَ تَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

অলা- তা'ছাও ফিল্ আরদ্বি মুফসিদীন্। ৩৭। ফাকায্যাবুল্ ফায়াখযাত্ হুমুর্ রজ্জ্ ফাতু ফায়াছ্বাহু পরকালের আশা কর, যমীনে দুর্কর্ম করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, এবং

فِي دَارِهِمْ جَثَمِينَ ﴿٣٨﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ فَوَازِينَ

ফী দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্। ৩৮। অ আ'দাও অছাম্দা অ ক্বু তাবাইয়ানা লাকুম্ মিম্ মাসা-কিনিহিম্ অ য়াইয়ানা তারা নিজ নিজ বাড়িতেই নতজানু হয়ে শেষ হল। (৩৮) আর আদ ও ছাম্দকেও ধ্বংস করেছি; তাদের আবাসই তোমাদের প্রমাণ।

لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءُ لَهُمْ فِصْدٌ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَارُونَ

লাহুম্ শাইত্বান্ শাইত্বোয়া-নু আ'মা-লাহুম্ ফাছোয়াদ্দান্নাহু 'আনিস্ সাবীলি অকা-নু মুস্তাবসিরীন্। ৩৯। অক্ব-রুনা শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করল, আর তাদেরকে সুপথে বাধা দিল, যদিও তারা জ্ঞানী ছিল, (৩৯) এবং আমি কারুন,

وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ تَفْوَلًا لَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ

অ ফির'আউনা অ হা-মা-না অ লাক্বদ্ জ্বা — যাহুম্ মুসা-বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফাস্তাক্বারু ফীল্ আর'দি ফেরাউন ও হামানকেও ধংস করলাম; মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিল, তবুও তারা যমীনে দস্ত

وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِنَبِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

অমা-কা-নূ সা-বিক্বীন্ । ৪০ । ফাক্বল্লান্ আখ'যনা-বি যাম্বিহী ফামিন্হুম্ মান্ আরসালনা-'আলাইহি হা-ছিবান্ করে শাস্তি এড়িয়ে থাকতে পারে নি । (৪০) এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছি, কারও প্রতি

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ

অ মিন্হুম্ মান্ আখযাত'হুছ ছোয়াইহাত্ অ মিন্হুম্ মান্ খসাফনা-বিহিল্ আর'দ্বোয়া অ মিন্হুম্ মান্ খেরণ করেছি বায়ু, কাকেও বিকট ধনি পাকড়াও করেছি, কাউকে আবার প্রোথিত করেছি ভূ-গর্ভে, আবার কাউকেও

أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٨١﴾

আগ্রাক্বনা-অমা- কা-না হ্লা-হ্ লিইয়াজ্ব্ লিমা'হুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন'ফুসা'হুম্ ইয়াজ্ব্ লিমূন্ । ৪১ । মাছালুল নিমজ্জিত করেছিলাম পানিতে, আর আল্লাহ জুলুমকারী নন, তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে । (৪১) যারা আল্লাহকে

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِذَا أَخَذَتْ

লাযীনা'ত্ তাখাযু মিন্ দূনি হ্লা-হি আউলিয়া — যা কামাছালিল্ 'আনকাবূতি'ত্ তাখায'ত্ ছাড়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছে, আর

بَيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

বাইতা-; অ ইনা আওহানা'ল্ বুয়ু'তি লাবাইতুল্ 'আনকাবূত্; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্ । ৪২ । ইন্নাল্লা-হা নিঃসন্দেহে সকল ঘর অপেক্ষা দুর্বলতম ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত! (৪২) এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যার

يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ لَّوْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

ইয়া'লামু মা ইয়াদ'উ'না মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ অ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাক্বীম্ । ৪৩ । অ তিল্কাল্ উপাসনা করে, আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবগত আছেন? তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪৩) আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের

الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٨٤﴾

আম্বা-লু না'দ্বরিবুহা-লিন্না-সি অমা-ইয়া'ক্বিলুহা ~ ইল্লা'ল্ 'আ-লিমূন্' । ৪৪ । খলাক্বল্লা-হ'স্ জন্যই প্রদান করে থাকি, শুধুমাত্র এসব লোকেরাই এসব দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করতে পারে যারা জ্ঞানী । (৪৪) আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন,

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ \*

সামা-ওয়া-তি অল্ আর'দ্বোয়া বিল্ হাক্ব; ইনা ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তাল্লিল্ মু'মিনীন্ ।

আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে, নিশ্চয়ই এতে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য নিদর্শন (প্রমাণ) রয়েছে ।